এস·এম প্রোডাকসন্সের

হাত বাড়ালেই বন্ধু

মিতালী ফিল্মস পরিবেশিত

এস·এম· প্রোডাকসন্সের নিবেদন · · উত্তম · সাবিত্রী - অভিনীত

হাতে বাড়ালেই বন্ধু

সংগঠনে · · · · · ·

রচনা · চিত্রনাট্য ও গান · · · · · প্রেমেন্দ্র মিত্র
প্রযোজনা ও পরিচালনা · · · · সুকুমার দাশগুপ্ত
সুরসৃষ্টি · · · · · · · নচিকেতা ঘোষ
কর্মসচিব · · · · · · · · · নীতীশ রায়
আলোকচিত্র পরিচালনা · · · · · অনিল গুপ্ত
চিত্রশিল্পী · · · · · · · জ্যোতি লাহা
শব্দযন্ত্রী · · · · · · · সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
প্রধান সহকারী পরিচালক · · · · · বিমল শী
সম্পাদক · · · · · · · · · তরুণ দত্ত
শিল্প নির্দেশক · · · · · প্রীতিময় সেন (ব্রাঃ)
ব্যবস্থাপক · · · · · · · · শরৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
রূপসজ্জা · · · · · · · · মনতোষ রায়
তড়িৎ নিয়ন্ত্রণ · · · · · · · প্রভাস ভট্টাচার্য্য
স্থির চিত্রগ্রহণ · · · · · · ক্যাপস ফটোগ্রাফি
পটশিল্পী · · · বলরাম চট্টোপাধ্যায়, নবকুমার কয়াল
কার্টুন · · · · · · · · · সুবোধ দাশগুপ্ত
পরিচয় লিখন আর্টিস্টস্ সার্কল
প্রচার সচিব · · · · · · · · · ফণী পাল

ভূমিকায়:
ছবি বিশ্বাস · পাহাড়ী সান্যাল
তরুণ কুমার · জহর রায় · শান্তি ভট্টাচার্য্য
বীরেন চ্যাটার্জ্জি · জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
ধীরাজ দাস · বেচু সিংহ · সমর চ্যাটার্জ্জি ·
খগেন পাঠক · সুবোল দত্ত · সুধীর বোস
অরুণ রুদ্র · বীরেন
পদ্মা দেবী · বাণী গাঙ্গুলী ও কৃষ্ণা ঘোষ

সহকারী বৃন্দ:
পরিচালনা · · রণজিৎ সিংহ
সুরসৃষ্টি · · · জানকী দত্ত, জয়ন্ত শেঠ
চিত্রশিল্পী · · সৌমেন্দু রায়, কেষ্ট চক্রবর্ত্তী
শব্দযন্ত্রী · · রবীন সেনগুপ্ত, বিষ্ণু পরিধা
সম্পাদক · · প্রশান্ত দে
শিল্প নির্দেশক · ছেদিলাল শর্ম্মা
পটশিল্পী · · চণ্ডী রায়
রূপসজ্জা · · পঞ্চু দাস, ভীম নস্কর
তড়িৎ নিয়ন্ত্রণ · ভবরঞ্জন, অনিল, কেষ্ট
ব্যবস্থাপক · · হারুন রায়, পুলিন, শচীন

নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীত · হেমন্ত মুখোপাধ্যায় · নির্ম্মলা মিশ্র।
যন্ত্রীসংঘ · সুর ও শ্রী।
কৃতজ্ঞতা স্বীকার · গৌরী দেবী · রোহিনী কুমার বোস · অজিত গুপ্ত · (ফুল) দত্ত এণ্ড কোং · মল্লিকস্ হেলথ হোম।
টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে আর·সি·এ ও ষ্টেনসিল হফম্যান শব্দযন্ত্রে গৃহীত। ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে আর·বি·মেহতার তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত। গানগুলি ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে সত্যেন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ওয়েষ্ট্রেক্স শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

পরিবেশক:
মিতালী ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেড

কাহিনীসূত্র

'সিটি সাপ্লায়ার্স' কোম্পানীর মালিক 'আর কি চাই পাবেন' এজেন্সীর সুরেশ ঘোষ ভাড়াটে-বাসিন্দাদের ফ্ল্যাট-বাড়ী জোগাড় করে দেওয়ার ব্যবসা করে। সম্পর্কে এঁরা মামা-ভাগ্নে। এই দুর্দিনে মক্কেল যাতে হাতছাড়া না হয় তারই জন্যে ফন্দী করে পাশাপাশি অফিস খুলে বসেছেন।

প্রতাপ সরকার কলকাতায় এল চাকরির জমানতের টাকা হাতে নিয়ে। চাকরি করার চেয়ে কমার্সিয়াল আর্টিষ্টরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করাই তার ইচ্ছা। প্রতাপের থাকবার মত বাড়ী জোগাড় করে দেওয়ার কথা ছিল এই দু'টি অফিসের।

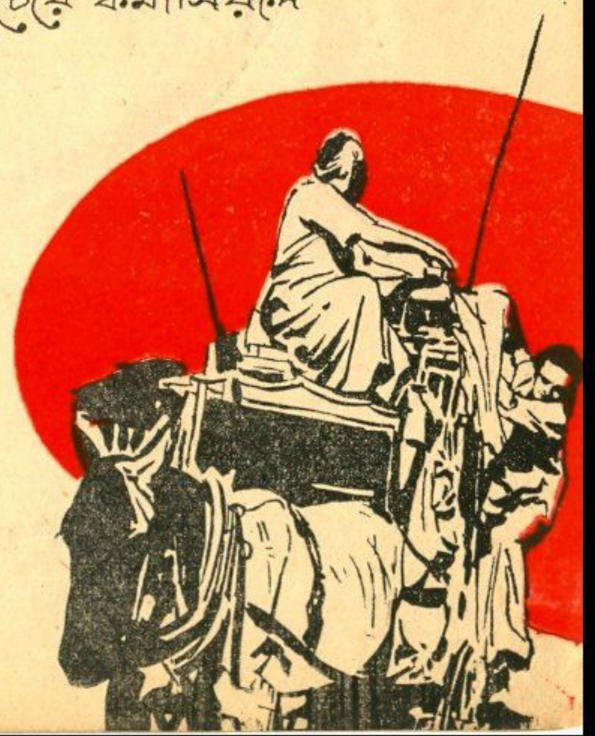

কিন্তু বিপদ বাধিয়েছেন সুরেশের কাকা ডাঃ জগন্নাথ ঘোষ। তাঁর নিজের কোন ছেলেপুলে নেই, সুরেশের বোন নীলু ও সুরেশকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসেন। নীলু কলেজে পড়ে। নীলুর বিয়ে তিনি দেবেনই। সে কিন্তু চায়না। সুরেশ নীলুর দিকে। ভাই-বোনে মামা ত্রিলোচন মিত্তিরের কাছে চলে এসেছে। ত্রিলোচন মিত্তিরের

সঙ্গে জগন্নাথ ঘোষের বহুদিনের পুরাতন বন্ধুত্বে এই কারণে ফাটল ধরেছে। ডাঃ ঘোষের অনেকগুলি ভাড়া-বাড়ী আর তাই নিয়েই সিলোচন মিত্তিরের ব্যবসা। এখন ঝগড়াঝাটির ফলে বাড়ীগুলি তো হাতছাড়া হয়ে গেছেই, সিলোচন যে বাড়ীতে থাকেন সেখানেও উচ্ছেদের নোটিশ জারী করেছেন মালিক জগন্নাথ ঘোষ।

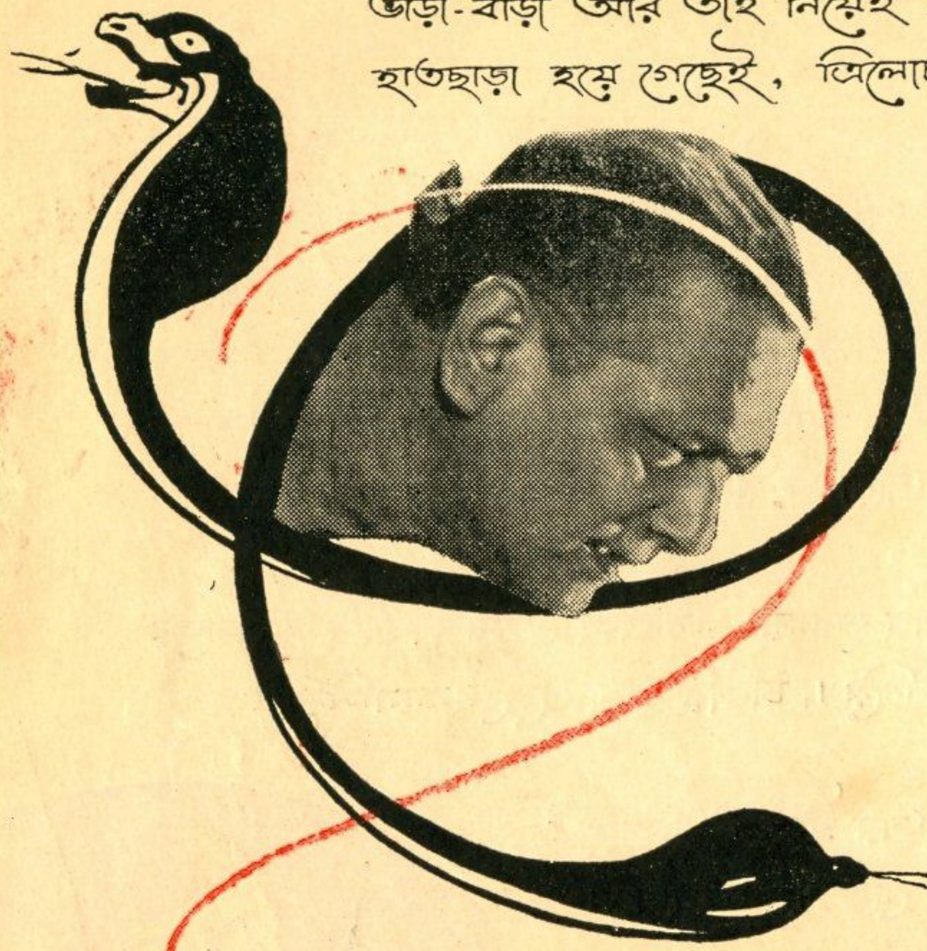

অনন্যোপায় হয়ে সিলোচন প্রতাপকে নিজেদের বাড়ীতেই আশ্রয় দিয়েছেন ভাড়ার টাকাটি আগাম নিয়ে। নীলু কয়েকদিনের জন্যে বাইরে গেছে। ইত্যবসরে তারই ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছেন প্রতাপকে, সিলোচন মিত্তির। কয়েকদিনের মধ্যে কোন মতলবে প্রতাপকে এখান থেকে ভাগিয়ে দিলেই হবে। প্রতাপের আবার স্বাস্থ্যরক্ষার বাতিক আছে।

নীলু হঠাৎ ফিরে এসে নিজের ঘরে এক অপরিচিত তরুণকে দেখে ক্ষেপে গেল। প্রতাপ ভাবল মেয়েটার বোধহয় মাথা খারাপ। মামা-ভাগ্নে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নীলুকে ওপরতলার ঘরে লুকিয়ে রাখল।

প্রতাপের শরীর

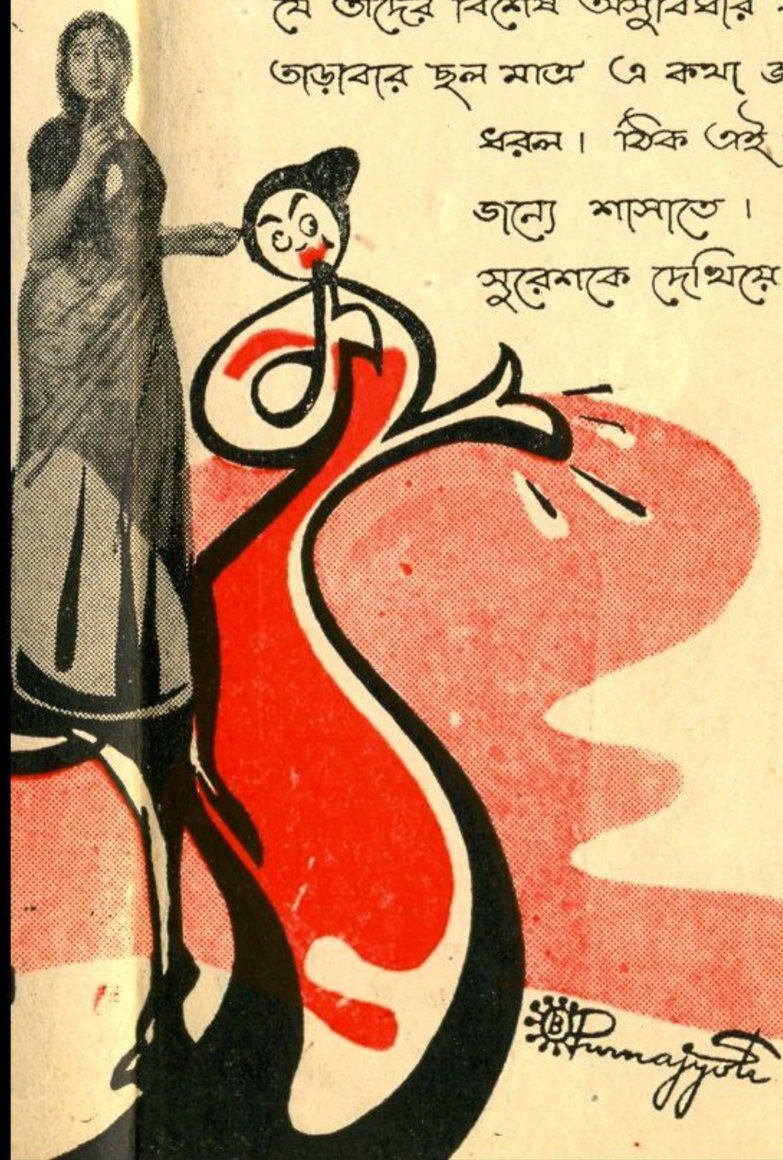

সম্বন্ধে বাতিকের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সুরেশ মিথ্যে করে এশিয়ান-ফ্লুতে আক্রান্ত মিথ্যে রুগী সেজে বসল। বাতিকগ্রস্থ হলেও প্রতাপ অমানুষ নয়। সুরেশের পরিচর্য্যার দিকে সে বেশী করে মনোযোগ দিল। ফলে সুরেশের প্রাণান্ত। সুস্থ লোকের পক্ষে সাবু-বার্লি খেয়ে জীবন ধারণ করা একটা ভয়াবহ ব্যাপার। ক্রমশঃ নীলুর এ বাড়ীতে লুকিয়ে থাকা কঠিন হয়ে উঠল। নিতান্ত অসহ্য হওয়ায় একদিন নীলু প্রতাপকে সব খুলে বলে ফেলল। প্রতাপ এ বাড়ীতে থেকে যে তাদের বিশেষ অসুবিধার কারণ হয়ে উঠেছে এবং সুরেশের অসুখ যে প্রতাপকে এ বাড়ী থেকে তাড়াবার ছল মাত্র এ কথা জানাতে সঙ্কোচ করল না নীলু। এদিকে মিথ্যে রুগীকে সত্যি অসুখে ধরল। ঠিক ওই সময়ে ডাঃ ঘোষ এবাড়ীতে এলেন সকলকে এ বাড়ী ছেড়ে যাওয়ার জন্যে শাসাতে। প্রতাপ তাঁকে ভিজিট দিয়ে তাঁরই অসুস্থ ভাইপো সুরেশকে দেখিয়ে ছাড়ল। এরপর মামা-ভাগ্নের সঙ্গে প্রতাপের বেশ বোঝাপড়া হয়ে গেল।

প্রতাপেরও কিছু গণ্ডগোল ছিল। যার কেউ কোথাও নেই ওই পরিচয় দেওয়া ছিল, তার মা ও বোন হঠাৎ সশরীরে এসে হাজির। প্রতাপ বাড়ীতে ছিল না, নীলু অনেক মিথ্যে কথা বলে প্রতাপকে অনেক কৈফিয়ৎ আর লজ্জার হাত থেকে বাঁচাল।

প্রতাপ অকপটে নীলুকে জানাল তার কমার্সিয়াল আর্টিষ্টরূপে প্রতিষ্ঠালাভের আশা-আকাঙ্খার কথা। কোথাও আমল না পাওয়ার ফলে আজ তার সব ব্যর্থ হয়ে যেতে বসেছে। এবার থেকে ছবি আঁকা ছেড়ে দেবে সে।

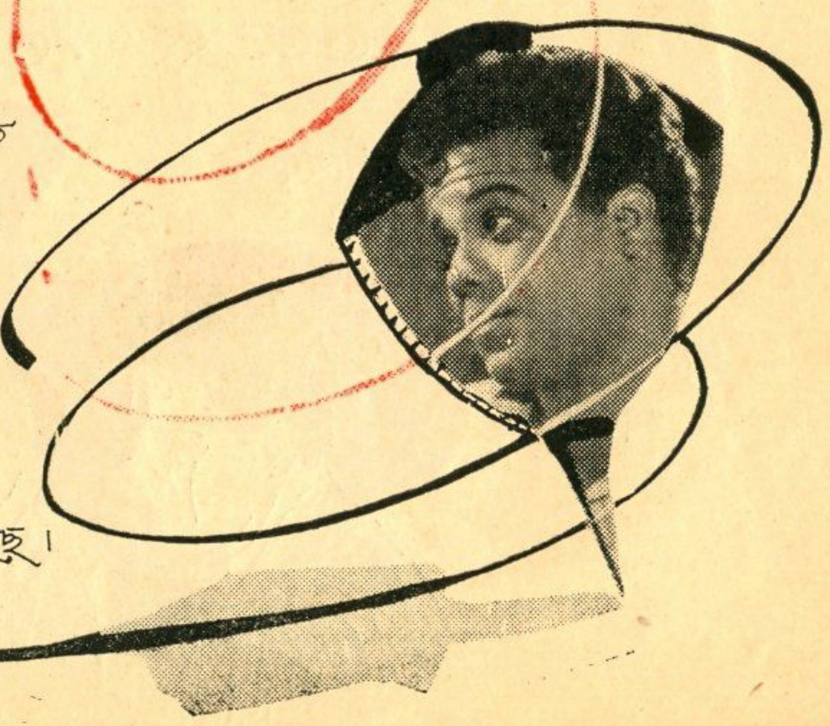

চাকরীই নেবে।

শিলোচন মিত্তির আবার জগন্নাথ ঘোষের কাছে প্রতিজ্ঞা করে এসেছেন যে বিয়ে নিয়ে এত গোলযোগ এ বাড়ী ছেড়ে যাওয়ার আগে সেই বিয়ে অর্থাৎ নীলুর বিবাহ তিনি দেবেনই।

কিন্তু যোগ্য পাত্র হঠাৎ আকাশ থেকে টুপ্ করে খসে পড়ে না। সময়ও হাতে নেই। বাড়ী ভাড়া দেবেন বলে অনেক মক্কেলের টাকা খেয়েছেন তিনি কিন্তু তাঁকেই বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। দুশ্চিন্তায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন শিলোচন মিত্তির।

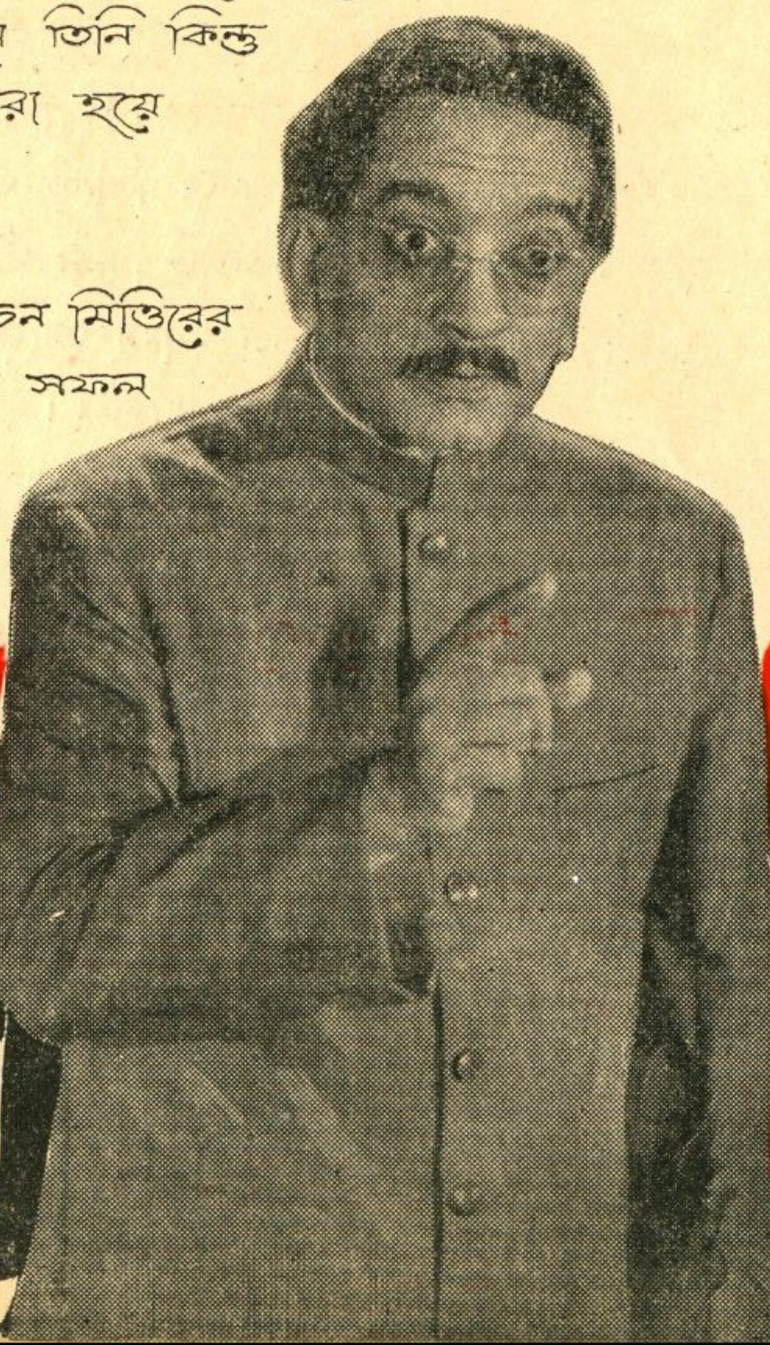

ভাড়াটে ও জগন্নাথ ঘোষের কাছে শিলোচন মিত্তিরের মুখ রক্ষা হয়েছিল কিনা, প্রতাপ সরকারের জীবনের স্বপ্ন সফল হল কিনা সেই কাহিনীই হাস্যকৌতুকের দুরন্ত উচ্ছল গতির মধ্যে ধরা দিয়েছে 'হাত বাড়ালেই বন্ধু' চিত্রে।

হাত গুটোলেই হাতাহাতির সৃষ্টি হয়, অকপটে হাত বাড়ালেই বন্ধু পাওয়া যায়।

অলঙ্করণে:
পূর্ণজ্যোতি
লিখনে:
সমর গাঙ্গুলী
মুদ্রণে: জুবিলী প্রেস

গান

(নীলুর গান)

আছে আছে কাছেই আছে
তও জানো না
নিত্য তোমার দুয়ারে তার
আনাগোনা।
ক্লান্ত শহর ধুলো উড়ায়
চোখের দেখা চোখেই ফুরায়,
তবু গভীর হৃদয় যেন
জানে কে ওর চেনাশোনা।
দেবে জানি দেবেই ধরা হাত বাড়ালে,
বন্ধু তোমার আর কি তখন
রয় আড়ালে!

মনের মুকুল যদি ধরে
অলস কোন অবসরে
সুবাস টুকুর টানেই হবে
প্রাণের অটুট রাখি বোনা ॥

(প্রতাপের গান)

শরীর খানা গড়ো আগে শরীর গড়ো
নইলে পরে সব ভণ্ডুল আর যা কিছু করো
ব্যাঙ্কে টাকা বাড়ার সঙ্গে বাড়ে যদি ভুঁড়ি
আর চর্বি বওয়ার বলদ হলে কিসের জারি জুরি
এই খখ্‌কো খখ্‌কো কাশো যদি বেদম হাঁফের
টানে
আর দাওয়াই গেলার পিপে হয়ে বাঁচব কিবা
মানে
শরীর খানা গড়ো আগে শরীর গড়ো
ফুল কি ফসল যা ফলাবে জমী তৈরী করো
বাল্মীকি ব্যাস ছিলেন জেনো দিব্যি পাকা
আমাটি
ও সব মহাকাব্য লিখতে নইলে হত খামতি
আর নারদ ঠাকুর ভরত মুনি ছিলেন নাক
শুধু গুণী
হাতের পায়ের গুল কি ছিল মাপ যদি কেউ
রাখত
গামা গোবর ভ্যাবাচাকা হাঁ হয়ে ঠিক থাকত
ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা গেলে কালিদাসের কাব্য
দুটি হাজার বছর ধরে থাকতো কি আর শ্রাব্য
কলম থেকেই বুঝি যে তার কব্জি কেমন তর
তাইত বলি শরীর গড়ো আগে শরীর গড়ো
স্যাণ্ডো হব? এই প্রকাণ্ড বুকের ছাতিখানা
আর শ্যামাকান্ত হয়ে দেব বাঘের ডেরায় হানা
এই স্যামসন্ কি হার্কিউলিস কে যে উনিশ
কেই বা বিশ?
ভীম কিংবা পবন পুত্র কে কার চেয়ে বড়
বোঝা কঠিন তবু বলি, শরীর গড়ো, আগে
শরীর গড়ো

(প্রতাপের গান)

শহরে সবই বিকায়
লজ্জা সরম ইমান ধরম
বেচলে তারও দাম পাওয়া যায়।
মণি মানিক মাটি পাথর
যা চাও পাবে সুধা জহর,
শুধু একটু দরদ বিনে
এই মরুতে হৃদয় শুখায়।

অনেক কিছু করো ফিরি

ফেরিওয়ালা
সেই চাবি কি দিতে পারো
খুলবে যাতে বুকের তালা
বন্ধ বুকের দুয়ার পাশে —
ঘুরে বেড়াই মিথ্যা আশে
চিচিং ফাঁক যা ঘুচায় বাধা
সে মন্ত্র হায় কেই বা শিখায় ॥

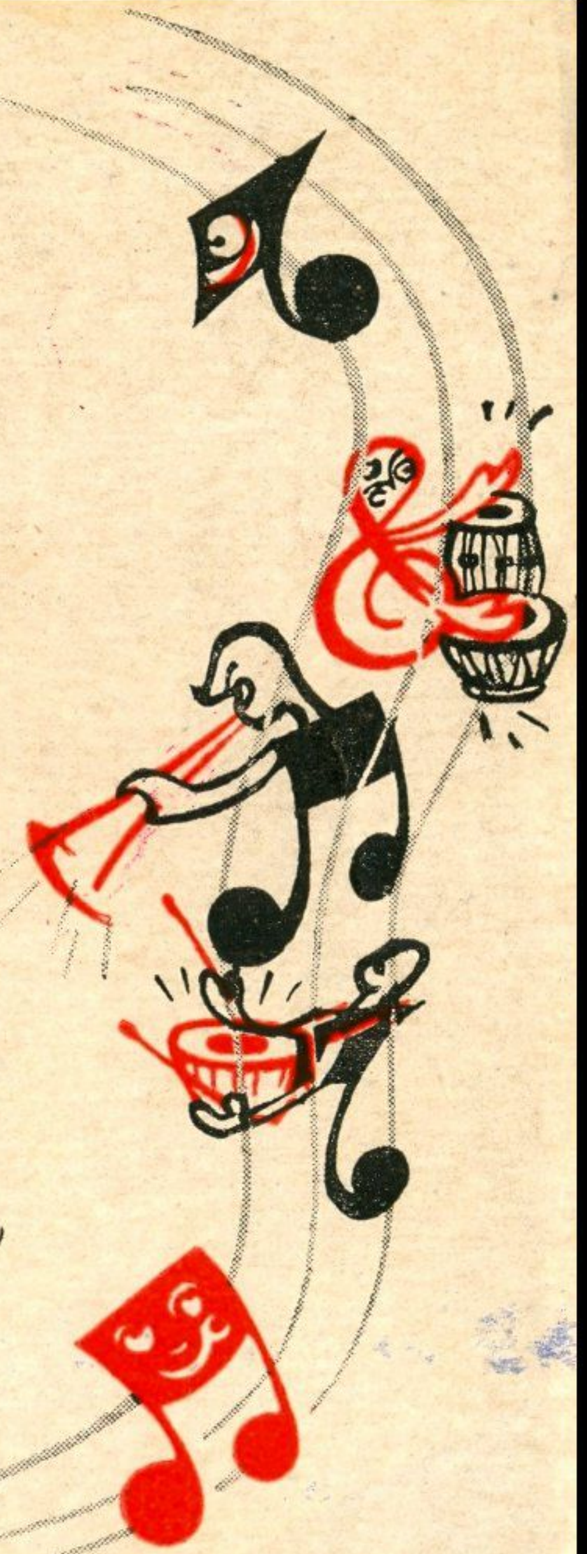

টাইম ফিল্মসের দ্বিতীয় নিবেদন

স্মৃতিটুকু থাক

শ্রেষ্ঠাংশে
সুচিত্রা সেন
(দ্বৈত ভূমিকায়)

পরিচালনা : যাত্রিক
সুরসৃষ্টি : রবীন চট্টোপাধ্যায়
চিত্রনাট্য ও সংলাপ : প্রেমেন্দ্র মিত্র

এস. এম. প্রোডাকসন্সের

নদীর নামটি অঞ্জনা

সুকুমার দাশগুপ্তের পরিচালনায়
প্রেমেন্দ্র মিত্রের
আদিম কুমারী প্রকৃতি ও মানুষের দুর্দম যন্ত্রমুষ্টির
দ্বন্দ্ব মিলন মধুর
চিত্র কাব্য

শ্রেষ্ঠাংশে : উত্তম কুমার

মিতালী ফিল্মস পরিবেশনে